উপজেলা কৃষি ও সেচ কমিটির দ্বিমাসিক সভা।

সভাপতি ঃ জনাব নিতাই গাইন,ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ,বটিয়াঘাটা,খুলনা।

তারিখ ঃ ০৬/০১/২০২২ খ্রিঃ।
সময় ঃ বেলা- ১১.০০ টা।
স্থান ঃ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের কার্যালয়।

উপস্থিত সদস্য বৃন্দ ঃ

১। ভাইস চেয়ারম্যান(মহিলা),উপজেলা পরিষদ - (সদস্য)
২। চেয়ারম্যান ৩নং গংগারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ - (সদস্য)
৩। চেয়ারম্যান ৬নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ- (সদস্য)
৪। উপজেলা কৃষি অফিসার,বটিয়াঘাটা,খুলনা - (সদস্য সচিব)

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সদস্য সচিবকে বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ পূর্বক কার্যপত্র অনুসারে বর্তমান সভায় আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানান।অতঃপর সদস্য সচিব বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শোনান এবং কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতঃপর তিনি বর্তমান সভার আলোচনা শুরু করেন।

আলোচনা -০১ ঃ বোরো ও তরমুজ ফসলে সুষম মাত্রায় সার ব্যবহারের জন্য কৃষকদের সচেতন করা।

১.১ সদস্য সচিব ও উপজেলা কৃষি অফিসার সভায় জানান যে, উপজেলায় গত মৌসুমে ৫৪০০.০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ হয়েছিল। এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬৫০০.০০ হেক্টর। শুরুতে কৃষকেরা যাতে ধানে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ, সঠিক বয়সের চারা রোপন,লাইন ও লোগো পদ্ধতিতে চারা রোপন ও সঠিক পরিচর্যা করেন সে লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,বটিয়াঘটা,খুলনা,দলীয় আলোচনা, উঠোন বৈঠক,ব্যক্তিগত যোগাযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকদের সচেতন করে চলেছেন। এ কাজে জনপ্রতিনিধিদের সহোযোগিতা করার সর্বসম্মতভাবে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.২ উপজেলায় অধিক মূল্যের ফসল হিসাবে তরমুজ চাষের প্রসার ঘটে চলেছে। গত মৌসুমে বিশেষ করে বটিয়াঘাটা,গংগারামপুর ও সুরখালী ইউনিয়নের কৃষকেরা আগ্রহের সাথে এ ফসলের চাষে এগিয়ে এসেছিলেন। গত বছর উপজেলায় ২১৫০.০০হেক্টর জমিতে তরমুজ চাষ হয়েছিল। এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৫০০.০০হেক্টর।তরমুজ চাষের ক্ষেত্রে কৃষকেরা যাতে জৈবিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন সে ব্যাপারে সহোযোগীতা করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,বটিয়াঘাটা, খুলনা, এর মাঠ পর্যায়ে দলীয় আলোচনা, উঠোন বৈঠক, ক্যাম্পিং ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকদের সচেতন করে চলেছেন। তরমুজ চাষের ক্ষেত্রে কৃষকেরা এ কাজে জনপ্রতিনিধিদের সহোযোগিতা করার সর্বসম্মতভাবে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ০১

১.১কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় জন প্রতিনিধিদেরও কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.২ কৃষকেরা যাতে জৈব পদ্ধতিতে তরমুজ চাষের ক্ষেত্রে জৈব সার ও জৈব বালাই নাশক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয় সে ব্যাপারে কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় জন প্রতিনিধিদেরও কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০২ ঃ বোরো ধান ক্ষেতে ডাল পোতা (পার্চিং)

সচিব সভায় জানান যে,পোকার আক্রমন থেকে বোরো ধান রক্ষার লক্ষ্যে রোপনের শুরু থেকেই ঘাপ্রতি ১২-১৫ টি ডাল/কঞ্চি পুতে (পার্চিং) দিলে বিভিন্ন প্রকার পোকা খেকো পাখি ডালে বসে ফসলের ক্ষতিকারক পোকা খাওয়ার ফলে পোকার আক্রমন অনেকাংশে কমানো সম্ভব।সদস্য সচিব আরও জানান যে, ইতিমধ্যে ফরেষ্টারকে ডাল কাটার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। তার সম্মতিক্রমে সামাজিক বনায়নকৃত গাছ থেকে এলাকার কৃষকবৃন্দ তাদের ধানক্ষেতে ডাল পোতার(পার্চিং) জন্য ছাটাই করা দরকার এমন ডালপালা কেটে ক্ষেতে পোতার ব্যবস্থা করবে এবং বোরো ধান ক্ষেতের পাশে কৃষ্ণ পক্ষে আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার উপস্থিতি জেনে পোকা দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ০২

কৃষি অফিসার মহোদয় এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি ও সেচ কমিটির সকল সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা কামনা করেন।

নিতাই গাইন
সভাপতি
উপজেলা কৃষি ও সেচ কমিটি
ও
ভাইস চেয়ারম্যান ,উপজেলা পরিষদ,
বটিয়াঘাটা,খুলনা।
তারিখঃ০৬/০১/২২ খ্রিঃ।

স্মারক নং ঃ ১২.১০.০০০০.১২০.৯৯.০১৩.২০১৯/১৫ (৫)

সদয় অবগতির নিমিত্ত অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-
১। চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,বটিয়াঘাটা,খুলনা।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বটিয়াঘাটা,খুলনা।
৩। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,বটিয়াঘাটা,খুলনা।
৪। চেয়ারম্যান, ৩ নং গংগারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, বটিয়াঘাটা,খুলনা।
৫। চেয়ারম্যান, ৬ নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ, বটিয়াঘাটা,খুলনা।

৬/১/২২
উপজেলা কৃষি অফিসার
বটিয়াঘাটা,খুলনা।